এটি একটি ভয়াবহ হামলা : মার্কিন মুখপাত্র
ন্যাটো বাহিনীর হাম্বিযানসহ ১০৬টি লরি ধ্বংস করে দিয়েছে তালিবান যোদ্ধারা

ইনকিলাব ডেস্ক ঃ পাকিস্তানের সীমান্তে তালিবান যোদ্ধাদের ভয়াবহ হামলায় আফগানিস্তানে ন্যাটো নেতৃত্বাধীন বাহিনীর ১০৬টি রসদবাহী লরি আগুনে পুড়ে গেছে। এর মধ্যে ৬২টি লরিতে হাম্বি সাঁজোয়াযান ছিল। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় সীমান্ত প্রদেশে গতকাল (রোববার) তালিবান যোদ্ধাদের হামলায় আফগানিস্তানে পশ্চিমা বাহিনীর জন্য সরবরাহকৃত এসব লরিতে আগুন ধরে গিয়ে বিপুল পরিমাণ গোলাবারুদ ও রসদ ধ্বংস হয়েছে। এ হামলার ঘটনায় কমপক্ষে একজন নিহত হয়েছে। পুলিশ জানায়, আড়াইশ'রও বেশী তালিবান একযোগে এ লরিবহরের ওপর রকেট হামলায় অংশ নেয়। এর আগে তালিবান যোদ্ধারা উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় প্রদেশের রাজধানী পেশোয়ারের কাছে পোর্ট ওয়ার্ল্ড লজিস্টিক টার্মিনালে কৌশলে এসব লরির দায়িত্বে নিয়োজিত নিরাপত্তা প্রহরীদের কব্জা করে তাতে আগুন ধরিয়ে দেয়। এর মধ্যে কয়েকটি উভচর বিশিষ্ট সাঁজোয়াযান ছিল। এদিকে মার্কিন বাহিনী মুখপাত্র বলেছেন, ইতোপূর্বেও আফগানিস্তানে ন্যাটোর নেতৃত্বাধীন বাহিনীর রসদ সরবরাহের ওপর তালিবান হামলার ঘটনা ঘটলেও এত বড় ভয়াবহ হামলা এবং অগ্নি সংযোগের ঘটনা এটাই প্রথম। খবর এপি, এএফপি ও বিবিসি অনলাইন। পেশোয়ার থেকে আফগানিস্তান অভিমুখী কৌশলগত পথ 'খাইবার পাস' দিয়েই মার্কিন ও পশ্চিমা বাহিনীর কাছে প্রতিদিন প্রায় সাড়ে ৩শ'টি লরিতে করে গড়ে ৭ হাজার টন রসদ সরবরাহ করা হয়ে থাকে। আফগানিস্তানে পাঠানো মোট রসদের মধ্যে শতকরা ৭৫ ভাগ এপথ দিয়ে সরবরাহ করা হয়। গত মাসে তালিবানরা খাদ্যবাহী ন্যাটো বাহিনীর ১২টি ট্রাক লুটপাট করে এবং এরপর প্রায় এক সপ্তাহ এ পথ দিয়ে রসদ সরবরাহ বন্ধ থাকে। এই ধরনের হামলা ও লুটপাটের ঘটনায় ট্রাকের ড্রাইভারদের মধ্যেও চরম আতংক বিরাজ করছে। একজন মার্কিন মুখপাত্র এ ঘটনাকে তালিবান যোদ্ধাদের জন্য একটি অস্বাভাবিক ঘটনা বলে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেন, এর আগে এত বড় ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন ন্যাটো বাহিনী হয়নি। তিনি আশংকা প্রকাশ করে বলেন, হামলা অব্যাহত থাকলে সরবরাহ লাইন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তে পারে। ডিপোর ম্যানেজার কিফাতুল্লাহ খান জানান, তালিবানদের রকেট হামলার পর লরিতে আগুন ধরে যায়। একজন নিরাপত্তা প্রহরী জানান, তালিবানরা আল্লাহু আকবার বলে হামলা চালায়।

ন্যাটো বাহিনীর হামলায় ৪ জঙ্গী নিহত

আফগানিস্তানের দক্ষিণাঞ্চলের দুটি বাড়ীতে শনিবার আন্তর্জাতিক বাহিনীর বোমা হামলায় ৪ তালিবান জঙ্গী নিহত এবং অন্তত ৪ বেসামরিক লোক আহত হয়েছে। কর্মকর্তারা জানান, তালিবান যোদ্ধাদের চারণক্ষেত্র এবং আফিম উৎপাদনের মূল কেন্দ্র শিনাকালি গ্রামে আন্তর্জাতিক বাহিনী এ হামলা চালায়। এদিকে যুক্তরাষ্ট্র তালিবান যোদ্ধাদের হাত থেকে আফগান রাজধানী রক্ষায় আগামী বছর সেখানে পাঠানো তাদের বাহিনীর অধিকাংশ সৈন্য কাবুলের দক্ষিণাঞ্চলে মোতায়েন করার পরিকল্পনা করছে।